রেখা

শ্রীকণকলতা ঘোষ

প্রকাশক
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম্, লাইব্রেরী
৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
১৩৩৬

মূল্য—সাধারণ ৸৹
রাজসংস্করণ ১৲

প্রবাসী প্রেস
৯১, আপার সার্কুলার রোড, কলি
শ্রীসজনীকান্ত দাস কর্ত্তৃক মুদ্রি

উৎসর্গ

তাং........................ শ্রী......................................

সূচী পত্র

স্মরণে—

যাঁহাকে শৈশবে জ্ঞান বিকাশের পূর্ব্বে
বিধাতার অমোঘ বিধানে হারাইয়াছি,
সারা জীবনের আকুল অন্বেষণে ও যাঁহাকে
এ জনমে আর ফিরিয়া পাইবার আশা নাই,
আমার সেই পুণ্যচরিত্র মহাপ্রাণ
পিতার পবিত্র স্মৃতি স্মরণ করিয়া আজ
আমার এই ক্ষুদ্র সাধনা মঙ্গলময়
শ্রীভগবানের চরণে ভক্তি ভরে সমর্পন করিলাম।

১৬ই আশ্বিন
মহালয়া, ১৩৩৬

লেখিকা।

উৎসর্গ পত্র

প্রভু ! দূর অতীতে বাল্যকালে
কাব্যলক্ষী হৃদয়তলে
সংগোপনে শুভক্ষণে লভেছিল স্থান,
যখন এ অবোধ বালা
না বুঝিত কাব্যকলা,
জানিত না কবিদের করিতে সম্মান,
কেবল পড়ার তরে
কবিতা মুখস্থ ক'রে
ভাবিত কি ক'রে পায় মিলের সন্ধান,
যাহারা কবিতা লেখে
না জানি কতই শেখে
যাহাতে লেখায় করে ব্যকুলতা দান।
বুদ্ধি বিকাশের সনে
ভাবিতাম মনে মনে—
আমি কি লিখিতে পারি কবির মতন ?

নিজেরি মনের কথা
নিজ সুখ দুঃখ ব্যথা
ফুটাইয়া লেখনীতে করিয়া যতন ?
বড় বড় কবি যাঁরা
বিদ্যাধনে ধনী তাঁরা
আমার তাঁদের মত কোথা বিদ্যাধন ?
উৎসাহ কমিয়া এল
তবু সাধ নাহি গেল
কবিতা লিখিব লেখে কবিরা যেমন।
বাণীর চরণ স্মরি'
একাগ্র সাধনা করি
দেখি সিদ্ধি লভে কি না মন্ত্রের সাধন
দুর্ব্বল মানব প্রাণ
যাঁর তেজে বীর্য্যবান
যাঁর স্নেহে ধন্য হয় মানব জীবন,
তাঁহার করুণা লভি'
বাল্যের কল্পিত ছবি
ফুটিল মানসে মম নয়ন-রঞ্জন,
শক্তিহীন সাধ্যমত
বিরচিল অর্ঘ্য যত
তোমার কৃপায় প্রভু, আজি তা এখন

এনেছে সাজায়ে ডালি
তবপদে দিবে বলি
তুমি যদি স্মিত হাস্যে করহে গ্রহণ,
অক্ষম ভক্তের পূজা
তুমি যদি লহ রাজা,
সার্থক লেখনী তার সফল সাধন।

উদ্বোধন

জগন্মাতার আগমনের
বার্ত্তা জাগায় ঐ বোধন
এই লগনে শুভক্ষণে
হ'ক শকতির উদ্বোধন।
হাস্যমুখে বঙ্গবাসী
সাজাও আজি বরণ ডালা,
মহামায়ার মাল্যসাথে
আনো জাতির মিলন মালা।
মায়ের স্নিগ্ধ চরণ-তলে
এইত মহা সন্ধিক্ষণ,
ভারত জুড়ে ঘরে ঘরে
হ'ক শকতির উদ্বোধন।
আয় স্বজাতি, আয় বিজাতি,
কারেও হেলা করব না,
সবাই মিলে হৃদয় খুলে'
করব মায়ের বন্দনা।

শক্তি কোথা শক্তি কোথা
একাগ্র আজ ভক্তি কই,
সাধনা কই শক্তি লাভের,
একতা কই সর্ব্বজয়ী ?
ঘিরেছে যে দুর্ব্বলতায়
মোদের সবার দেহ মন,
আজ পরিহার কর্‌তে তারে
চাই শকতির উদ্বোধন।
দুর্ব্বলতার সঙ্গী যারা
স্বার্থ এবং হিংসা দ্বেষ
বীর্য্যবলে তাদের দ'লে
শান্তিভরা করব দেশ,
ছোট গরীব মূর্খ ব'লে
কারেও ঘৃণা কর্‌ব না,
সবাই মানুষ, সবার মাঝে
দেব্‌তা আছেন ভুল্‌ব না।
আর্দ্র হবে চিত্ত মোদের
দেখ্‌লে দুঃখীর দুঃখ ক্লেশ,
সবায় ভালবাস্‌ব মোরা
কর্‌ব না আর ব্যঙ্গ শ্লেষ,
আলস্যে আর কাট্‌বেনাক
সময় মোদের অনুক্ষণ,

প্রতিজ্ঞা এই কর্‌তে হ'বে
বৃথায় না যায় শুভক্ষণ।
কইগো কোথায় পুরনারী,
কল্যাণীরা আয় না সব,
আজ শকতির উদ্বোধনে
শোনাও পূত শঙ্খ-রব।
ঘরে ঘরে জাগো নারী,
উৎসাহেতে ভরাও মন,
তোমরা সবাই জাগ্‌লে হ'বে
মহাশক্তির উদ্বোধন।
নবীন যুগের নবীন আলোয়
ঘুচুক দেশের সকল দুখ্‌
মোদের সত্য নিষ্ঠা ত্যাগে
আসুক আবার শান্তি সুখ,
ধর্ম্মপথে মতি রেখে
কর্ম্মপথে অগ্রসর
হ'তেই হবে আজ আমাদের—
ছাড়্‌তে হবে মনান্তর।
শরতে আজ বঙ্গ জুড়ে
বাজ্‌ছে শোনো ঐ বোধন
এই লগনে শুভক্ষণে
হ'ক শকতির উদ্বোধন।

বাণী-বন্দনা

হে দেবী বিদ্যাভরণা,
আজিকে আমার হৃদয়-দেউলে
তোমারি পূজার্চ্চনা।
জান কি জননী তাহারি লাগিয়া
মহা উৎসাহে উঠেছি জাগিয়া
পূর্ব্বার্জ্জিত আলস ত্যজিয়া
নবীন উন্মাদনা—
লভিয়াছি তাই অন্তরে আজি,
ভকতি-পুষ্পে ভরিয়াছি সাজি,
তোমার বীণা মা, উঠিয়াছে বাজি'
মম অন্তর ভরি',
কি দিয়ে পূজিব নহি গো মা ধনী,
তবু জানি তুমি সবার জননী,
তাই আনিয়াছি ওগো বীণাপাণি,
হৃদয় পাত্রে করি—

সারা জীবনের সাধনা আমার,
ভক্ত হ'বার সাধনা অপার—
আর আনিয়াছি অর্ঘ্য তোমার
প্রাণের শ্রদ্ধা মোর,
এ পূজা মা, তুমি করিলে গ্রহণ
জ্ঞানের আলোক ভ'রে রবে মন,
সভয়ে করিবে দূরে পলায়ন
(মম) যত অজ্ঞতা মোর।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ জী

পুরীধামের অধিস্বামী জগৎস্বামী জগন্নাথ,
সিন্ধুতীরে শ্রীমন্দিরে তোমায় করি প্রণিপাত।
মূর্ত্তি তোমার দুঃখহরা হেরেছি দেব, এই নয়নে,
সকল দুঃখ উজাড় করে দেয় যে মানব ওই চরণে।
দেবালয়ের পুষ্পগন্ধ আজো যেন আস্‌ছে ঘ্রাণে,
মধুর সে যে বাদ্যধ্বনি ভাস্‌ছে যেন আজো কাণে।
লক্ষ লক্ষ নরনারী যাচ্ছে সারা বরষ ধ'রে
দরশ পেয়ে ধন্য হ'য়ে আস্‌ছে ফিরে আপন ঘরে,
শ্রীচৈতন্য শঙ্কর দেব তোমার প্রেমে ভেসেছিল,
বিজয়কৃষ্ণ, সাধু হরিদাস, কত লোকের মন মজিল।
তোমার প্রেমে মাতোয়ারা হয় যে মানব এই মহীতে
হেথায় তারে আর তো কভু হয় না কোনো ক্লেশ সহিতে
পবিত্র সৌরভে পূর্ণ তোমার মন্দির মাঝে,
অপূর্ব্ব মধুর ভাব মুগ্ধ এ হৃদয়ে রাজে।

সহস্র কণ্ঠে উঠিছে নিনাদি জয় জগবন্ধু বলরাম,
চঞ্চল সলিলা সিন্ধু তোমার গাহে বন্দনা অবিরাম।
বীর হনুমান ও সিংহকেশরী তোমার দ্বারের প্রহরী,
সম্মুখ দ্বারে চণ্ডাল তরে "পতিত-পাবন" মুরারী।
ধন্য ধন্য ধন্য দেব জাগ্রত হে ভগবান,
উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে করো ভক্ত-হৃদে অধিষ্ঠান।
কত সাধু মহাজন স্মৃতি বুকে ধরি'
সমুদ্র-সৈকতে এই সুমধুর পুরী।*

* সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত কবিতা। ভারতবর্ষ ১৩৩১ সাল

প্রার্থনা

প্রতি উষায় যেন প্রভু,
তোমার স্মরি,
প্রতি নিশায় কর্ম্মশেষে
প্রণাম করি,
সুখে দুঃখে রাখি মনে
তোমার কথা,
তোমার পদে উজাড় করি
সকল ব্যথা।
পাই যা' কিছু কারো কাছে
তোমার কৃপায়,
দিই যা' কিছু বুঝি যেন
তোমার দয়ায়,
আমার মাঝে তোমায় যেন
সদাই দেখি,
দান যা' তোমার সবই ভালো
ভাব্‌তে শিখি।
যখন আমি মগ্ন র'ব
তোমার ধ্যানে,

নিন্দাস্তুতি তুচ্ছ যেন
না যায় কানে।
নিত্য মাথায় ঝরে তোমার
আশীষ-ধারা
এমনি আমায় ভক্ত করো
আপন হারা।
দোষ যা' কিছু ক'রে থাকি
কোরো ক্ষমা,
ধৈর্য্যশীলা করো মোরে
পৃথ্বী সমা।
দুঃখ ব্যথা যা' কিছু মোর
হ'রেই নিও,
তোমার প্রেমে হৃদি মম
ভ'রেই দিও।
সত্যে যেন আস্থা থাকে
মিথ্যাতে নয়,
শান্তি যেন সঙ্গী সাথী
সর্ব্বদা রয়।
তোমার পদে রহে যেন
সদাই মতি,
প্রার্থনা মোর পূর্ণ করো
জগৎপতি।

অনন্ত জীবন

অসীমের মাঝে চাই অনন্ত জীবন,
যেথায় আকাশ ভ'রে
তারকারা খেলা করে
রবি শশী করে যেথা সুখে বিচরণ,
সেই অসীমের মাঝে অনন্ত জীবন।

যেথায় কাহারে কেহ করে নাক হেলা,
যেথা প্রেম প্রীতি স্নেহ
ভরা সবাকার দেহ,
যেখানে দুদিন বাদে ফুরায় না খেলা,
সেই অসীমের মাঝে অনন্তের মেলা।

যেথা রোগ শোক ভরা নহেক আবাস,
মানব যেখানে সুখে
বেড়াইছে হাসিমুখে
সে হাসিতে আছে মাখা শান্তির আভাষ,
যেখানে মানব ফেলে নির্ভয়ে নিশ্বাস।

যেথা রাজ-সিংহাসনে দেব ভগবান
অসীম প্রেমের সিন্ধু
ভক্তের পরম বন্ধু
দুর্ব্বলের বল যেথা আপনি মহান,
সেই অসীমের মাঝে অনন্ত পরান।

হিংসা স্বার্থ ক্রোধ যেথা না করে প্রবেশ,
মাতৃরূপে ভগবতী
শান্তিময়ী মুর্ত্তিমতি
করুণার মুর্ত্তি যেথা পিতা পরমেশ
হেরিতে বাসনা সেই অন্তরের দেশ।

বর্ষ আবাহন

এস এস নব বর্ষ,
সাথে ল'য়ে এস জগতের তরে
নব প্রীতি নব হর্ষ।
আনো নব বাণী নবীন সাধনা
মুছে যাক সব পুরানো বেদনা,
নব পুরাতনে মিলিয়া ভুবনে
জাগাও নবীন হর্ষ।
তব আগমনে গগনে পবনে
বহে আনন্দ নব,
প্রকৃতির কোলে বসন্ত হিল্লোলে
অনুরাগ অভিনব।
রঞ্জিত উষা নবারুণ রাগে
গ্রীষ্মের সাথে কোলাকুলি মাগে
বসন্ত ঋতুরাজ,
বরিয়া লইতে তোমারে প্রকৃতি
পরেছে নবীন সাজ।

মধুময় নব বরষে
নব উৎসাহে হাস্থক কর্ম্মী
নব জাগরণ আভাসে—
হউক ধরণী স্নিগ্ধ শীতল
স্তব্ধ হউক হীন কোলাহল,
নব আনন্দে মাতিবে প্রকৃতি
লভিয়া তোমার স্পর্শ,
এস এস নব বর্ষ।

শৈশব মাধুরী

রে শিশু সুন্দর,
ভুবন ভোলানো তোর রূপ মনোহর,
হাসিতে কুসুম ফুটে
ভাবের লহর ছুটে
নধর অধর পুটে অমিয় নির্ঝর,
পবিত্র জাহ্নবী সম হৃদয় কন্দর।
তোরা সুকোমল প্রাণে
তত্ত্বকথা নাহি মেনে
সবারে যতন দিতে হ'স তৎপর
না বুঝিয়া হীন নীচ, না মানিয়া পর।
হেরিয়া তোদের রীত
জ্ঞানী হয় চমৎকৃত
হয় তো সে ফিরে চায় শৈশব সুন্দর
যখন না থাকে জ্ঞান ভেদ আত্মপর।

শিশুরূপে আলোকরা
এসেছিল ননীচোরা
কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা গোপিনীর দল
পরেছিল আত্মহারা প্রেমের শৃঙ্খল।
ওরে শিশু, আজো যে রে
তোরা প্রতি ঘরে ঘরে
পরাস্‌ সবার প্রাণে মায়ার শিকল
হাসিয়া মধুর হাসি অমল সরল।
স্নেহাশীষ করি ওরে
দশদিক আলো ক'রে
থাক্‌ তোরা আত্মভোলা প্রেমিকের দল
কর্ম্মক্লান্ত মানবের ছায়া সুশীতল।
বড় হ'য়ে ধরা মাঝে
বড় হয়ো সব কাজে
বিধির কৃপায় শুভ্র রাখিও অন্তর,
ভুলোনা ভুলোনা শিশু শৈশব সুন্দর।

খোকা

ওরে দুষ্টু খোকা,
কেউ বা তোরে চালাক বলে কেউ বা হাঁদা বোকা,
আমি কিন্তু দুষ্টুমিতে হার মানি তোর সনে।
দিবা নিশি খুটী নাটী ফন্দী মনে মনে,
চোখ দুটী তোর দুষ্টামীতে সদাই থাকে ভরা
তারি সাথে ঝর্‌তে থাকে হাসির ফোয়ারা।
বায়না আর আব্‌দারে তুই ব্যস্ত করিস্‌ মোরে
তবু যে রে রইতে নারি চোখের আড়াল ক'রে।
কখন কখন দেখি তোরে চপল অতিশয়,
কখন আবার ডেঁপো কথায় অবাক হ'তে হয়।
ভালবাসায় বাঁধ্‌তে পারিস ছোট বড় সবে,
বন্ধু যে তোর নয় কে আমি পাইনে খুঁজে ভবে।
প্রার্থনা মোর দুষ্টুমী আর হাসি খুসী নিয়ে
ভ'রে থাকিস ঘরটী মোদের ভ'রে থাকিস্‌ হিয়ে।

আশীর্ব্বাদ

উজলি' মোদের ক্ষুদ্র ভবন
আসিয়াছ হেথা তোমরা দুটী
মাতৃ-হৃদয় বিকশিত করি'
কুসুম কোরক উঠিল ফুটী।
ধন্য হউক জীবন তোদের
সফল হউক আশা,
উচ্চ হৃদয় হইয়া লভিও
সবাকার ভালবাসা।
ফুটে ওঠ্ তোরা পারিজাত সম
আপন গরবে ভাসি,
নন্দনবন-গন্ধ বিভোর, (হাস্‌রে)
নয়ন ভুলানো হাসি।
তোদের হেরিয়া বাল্যের স্মৃতি
আবার ফিরিয়া আসে,
মধুর শৈশব দেয় উঁকি ঝুঁকি
জীবন-মধ্যাহ্ন মাঝে।

চেনে নাক শিশু ক্রূর সংসার
না থাকে আত্ম পর,
অর্থের মোহ তাহাদের মন
করেনা স্বার্থপর।
আজি যে মধুর একতা বন্ধনে
গড়িয়া উঠিছে হৃদয় দুটী
দুদিনের বাদে কলহ বিবাদে
সে বাঁধন যেন না যায় টুটি’।
পুণ্যশক্তি তোদের হৃদয়ে
থাক চিরদিন পূর্ণভাবে,
ধরামাঝে তোরা উজলিয়া ওঠ্
জ্ঞানে বিদ্যায় সগৌরবে।
দেবের আশীষ বর্ম্মের মত
থাকুক তোদের ঘিরে,
অর্থ-বাসনা হিংসা কামনা
না আসে ক্ষণেক তরে।
ত্যাগী পুরুষের মহান্ আদর্শ
জীবনে বরিয়া ল’য়ো
পরহিত-ব্রত আপনার প্রাণে
অক্ষয় ক’রে নিয়ো।
বংশোজ্জ্বল সন্তান হ’য়ো
মায়ের আশীর্ব্বাদ,

অটুট স্বাস্থ্যে দীর্ঘায়ু হও,
        (এই) করুন বিশ্বনাথ।
সার্থক হ'ক জীবন তোদের,
        পূর্ণ মনস্কাম,
দশের মধ্যে গণ্য হউক
        "সলিল" "শিশির" নাম।*

---

* পুত্র ও দেবর পুত্রের প্রতি লেখিকার আশীর্ব্বাদ।

শিশুর প্রতিজ্ঞা

মা, তুমি কি রাগ করেছ আমার উপরে
রয়েছ কেন চুপটী ক'রে বসে,
আমি যে মা, অবোধ ছেলে অবুঝ বড় যে—
রাগ করে কি আমার কোনো দোষে ?

এবার থেকে ঠিক বল্‌ছি তোমায় আমি মাগো,—
ভালো ছেলে হবই এবার দেখো,
বারে বারে রাখ্‌তে নারি তোমার যত কথা
রাখ্‌ব এবার সত্যি জেনে রেখো ।

শান্ত ছেলে হব আমি শুন্‌ব সবার কথা
দিব মাগো, লেখাপড়ায় মন,
লক্ষ্মীটী মা, রাগ ভুলে যাও, ডাকো আদর ক'রে,-
"আয়রে কোলে সোণার যাদুধন"

অতীত

গিয়াছে সে একদিন
উদ্দাম প্রাণ নাচিত পুলকে
সকল ভাবনা হীন,
শিশুর সরল সুকুমার হিয়া
লঘু আনন্দে বেড়াত-ভাসিয়া
চল চঞ্চল বায়ু হিল্লোলে
বাজাত প্রাণের বীণ ;
কভু আন্‌মনে কুসুম-কলিকা
ছিন্ন করিয়া গাঁথিত মালিকা
সংসার-জ্ঞান-বিহিনা বালিকা
রাখিত না কারো ঋণ,
বহিত না কোনো দুখের বেদনা
ক্রোধের কারণ ছিল নাক জানা,
সংসার ছিল পূর্ণ অজানা
শান্তি ছিল অধীন।
আর না ফিরিয়া আসিবে সে কাল
লয়েছে গুটায়ে নিজ স্নেহ-জাল,
মধুর অতীতে সুখ শৈশবে
গিয়াছে সে একদিন ;

বর্ত্তমান

এখন বর্ত্তমান
কামনা-মদিরা পান করি' সুখে
গাহে যৌবন-গান,
মহা উৎসাহে করিছে নৃত্য
বাসনায় ভরা তরুণ চিত্ত,
উদ্দাম আজি উজল দৃপ্ত
করিতেছে সন্ধান—
কোথায় তাহার ঈপ্সিত ধন
মিলিবে কোথায় মণি-কাঞ্চন,
কোন্ পথে ধীরে ফেলিয়া চরণ
হইবে সে আগুয়ান।
জীবন-উষায় যে ছিল কোমল
আজি সে কঠিন আজি সে প্রবল
সংসারে এসে সহিয়া কেবল
শত বিদ্রুপ বাণ,
তথাপি তরুণ প্রাণ
আশা উৎসাহে ভরিয়া হৃদয়
গাহে যৌবন গান।

তরুণের জয়যাত্রা

জীবন-উষায় জয়ের পথে এগিয়ে চল্ এগিয়ে চল্,
বিঘ্ন বাধা যা' কিছু সব দুপায়ে দল্ দুপায়ে দল্।
তরুণ প্রাণের নবীন আশা
নবীন সাহস নবীন ভাষা
বক্ষে নবীন ভালবাসা আমরা তরুণদল,
যুঝ্ব চিরন্তনের সাথে বুঝ্ব মনের বল।
পুরাতনের বক্রপথে
চল্ব না আর কোনো মতে
থাকব সদা ন্যায়ের পথে আমরা তরুণ দল,
চল্রে ভাই, জয়ের পথে সবীর দাপে চল্
জীর্ণ যত পন্থা সখা,
ফেল্ব দূরে নইত একা
পিছন হতে পার্থ-সখা যোগায় বিরাট বল,
সত্য পথে মহৎ পথে সাহস ভরে চল।

পুরাণো সেই মিথ্যাবেদী
ভাঙ্‌বো মোরা অভ্রভেদি
যাহার তলে নিরবধি চল্‌ছে নানা ছল,
সত্য শিবের কর্‌ব পূজা আমরা তরুণ দল।
যাত্রা পথের আবর্জ্জনা
ফেল্‌ব দূরে প্রতিকণা
ধূলিকণা ও হ'বে মহৎ মহত্ত্ব সম্বল,
সবুজ নিশান উড়িয়ে চলি আমরা তরুণ দল।
ওই যে তরুণ উষার আলো
ঘুচায় ধরার আঁধার কালো
ওরি মত শুভ্র র'বে মোদের হৃদয়-তল,
জীবন পথের নবীন পথিক আমরা তরুণ দল।
অসহায়ের হব সহায়
চিত্ত ভরা রইবে দয়ায়,
মুছ্‌ব মোরা দীন দুঃখীর তপ্ত নয়ন জল,
ফুল্লপ্রাণে পথের পানে চল্‌রে তরুণ চল্‌।
সেবক মোরা জগৎ মাতার,
আশীষ লভি' বিশ্ব পিতার
এসেছি এই জগত-মাঝে আমরা তরুণ দল।
নাইকো কোনো শঙ্কা সহায় দেবের চরণ-তল।
নবীন প্রাণের আশা দিয়ে
নব ভাবের অর্ঘ্য নিয়ে

গড়্‌ব মোরা নূতন ধরা স্বর্গ সমতুল—
মাথায় ল'য়ে বিশ্বপিতার আশীর্ব্বাদি ফুল।
চল্‌রে তরুণ জয়ের পথে মহোৎসাহে চল্‌
যাত্রা পথের বিঘ্ন যত দৃপ্ততেজে দল্‌॥

১৩৩৪ সালের তরুণ-কিশোর সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক কবিতা প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠতালাভে রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

মানস-সঙ্গিনী

হে কবিতা মানস-সঙ্গিনী
নিভৃত অন্তর লোকে নির্ঝর রূপিণী,
অবকাশ যাপনের হে সুন্দর-প্রিয়া,
তোমারে বেসেছি ভালো প্রাণ মন দিয়া।
তুমি মিটায়েছ মোর অন্তরের কাব্য-উন্মাদনা,
তোমারে লভিয়া আমি শিখিয়াছি বাণীর বন্দনা।
তুমি কর নাই কভু ভ্রুকুটী প্রকাশ
যখন যেরূপে আমি করিয়াছি আশ—
সাজায়েছি তোমা
আমার প্রাণের রঙে হে প্রাণ-প্রতিমা,
কভু লাল, কভু শ্বেত, সবুজ বরণে
তোমারে হেরেছি আমি মানস-কাননে।
কখনো বেদনা ভরা ধরিয়া তূলিকা
দিয়েছি ললাটে তব মসী কৃষ্ণ রেখা,
তুমি তাহে বিন্দুমাত্র হওনি ব্যথিত।
যখন যে রঙে আমি করেছি রঞ্জিত

তখনি সে রঙে তুমি উঠেছ রঙ্গিয়া
মানস-কানন সম রূপে উদ্ভাসিয়া।
হে মোর কল্পনা রাণী,
ফুটায়ে তুলেছ তুমি এ প্রাণের অকথিত বাণী;
স্থান দেছ তারে প্রিয়া, অতি সমাদরে
সন্তর্পনে আপনার স্নিগ্ধ বক্ষো'পরে।
ওগো সাবধানী,
শুধু তার আগে দেখেছিলে জানি বা না জানি—
করিতে নিজস্ব তোমা, তুলিকায় আছে কিনা প্রাণ,
পারো কি না এ শিল্পীর হাতে আপনারে—
করিতে প্রদান।
স্পর্শে মোর সৌন্দর্য্য তোমার
বিকশিত হয় কিনা তাহা দেখিবার—
মানসে অন্তরে মম লয়েছ আবাস,
অব্যক্তে করিতে ব্যক্ত সাধ্যমত করিছ প্রয়াস।
আমি বলি নিজরূপে ফুটে ওঠ প্রিয়া,
আমার প্রাণের সর্ব্ব অজ্ঞতা নাশিয়া
নিশির শিশির সম
এ প্রাণের প্রতি বিন্দু মম—
গ্রহণ করোগো তুমি জ্ঞান বিদ্যা ভাব ভাষা
যাহা কিছু সার,
শুধু পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হও তুমি সাধনা আমার।

থাক তুমি অচঞ্চল আমার অন্তরে,
তোমারে ঘেরিয়া আমি এ জীবন ভ'রে
চয়ন করিব কত কুসুম নবীন
এ হৃদয়-বৃন্ত হ'তে নিত্য প্রতিদিন।
কল্পলোক হ'তে
আহরণ করিবার তরে, ভেসে যাব কল্পনার স্রোতে।
সিদ্ধি যবে লভিবে সাধনা
কবিতায় মূর্ত্ত হবে হৃদয়েরসকল কামনা—
সকল বেদনা সর্ব্ব সুখ অনুভূতি,
তখন জানিব তুমি তুষ্ট মোর প্রতি,
বন্দী তুমি মম অনুরাগে
আমার লেখনী-মুখে অচঞ্চল তব প্রেম জাগে,
তখনি বুঝিব তুমি
আমারে যাবেনা ছাড়ি' যতদিন বেঁচে রব আমি।
তারপর অনন্ত কালের স্রোতে
লুপ্ত হবে এদেহ আমার নশ্বর এ ধরণী হইতে,—
কিন্তু জেনে যাব আমি, তুমি মোর স্মৃতি
আঁকড়িয়া ধরি' বুকে জেগে র'বে নিতি—
নিদ্রাহীন চোখে,
সুষুপ্তির অঙ্কে কবি পড়িবে ঢলিয়া,
সাধনায় সিদ্ধিলাভ সুখে।

মা

মা নাম অমিয় ভরা সুখ-প্রস্রবণ
জনম লভিয়া শিশু করে উচ্চারণ,
বিপদে সম্পদে সদা মাতৃনাম রহে গাঁথা
হৃদয় মাঝার
মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ জগত সংসার।
মা নাম ত্রিতাপ হরা মাতৃস্নেহে পূর্ণ ধরা
কে আছে মায়ের সম স্নেহের আধার,
তোমারে ভুলিলে মাগো, কি থাকে আমার?
তোমার মুখের হাসি তব সুখ দুঃখ রাশি
মোহময় জীবনের আলোক আমার,
রোগে শোকে সুখে দুখে মাতৃনাম দেয় বুকে
আনন্দ অপার,
মাতৃস্নেহ এ জনমে নহে ভুলিবার।
মাতৃস্তন্য-সুধা পিয়ে পরিপুষ্ট ছেলেমেয়ে
মাতৃশিক্ষা জীবনের পরম বৈভব,
সে শিক্ষায় উদ্ভাসিত সকল গৌরব।

বল পুত্র, বল কন্যা, বল অনিবার
মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ জগত সংসার।
সন্তান যেখানে থাক্ বিপদে তাহার
আপনি কাঁদিয়া উঠে হৃদয় মাতার,
নিঃস্বার্থ মায়ের স্নেহ খ্যাত চরাচর
সেই স্নেহ ভুলে কোন্ পাষণ্ড পামর ?
মায়ের হৃদয়-তলে যে স্নেহ-প্রদীপ জ্বলে
জগতে কিছুই নাই সমান তাহার,
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকি জননী আমার।
পর্ব্বতে গহনে বনে মাতৃনাম রাখি' মনে
অতিক্রমি' দূরারোহ কণ্টক কান্তার,
জানি, মাতৃস্নেহ পূর্ণ জগত সংসার।
মাতৃস্নেহ-বর্ম্মে অঙ্গ করি' আচ্ছাদন
বাহু বলে কর পুত্র অসাধ্য সাধন।
মাতৃস্নেহাশীষ মাথে করিয়া ধারণ
লভ কন্যা, পরিপূর্ণ আদর্শ জীবন।
কৈশোরে যৌবনে প্রৌঢ়ে স্মরি' অনিবার
মাতৃস্নেহে পরিপূর্ণ জগত সংসার।



শ্রদ্ধার পূজা

অতীতের কোলে পড়িয়াছে ঢ'লে
সেদিবস বহুদিন,
যে দিবসে মোরা আশ্রয় হারা
বিদেশে বন্ধুহীন।
শঙ্কা ব্যাকুল কয়টি নয়ন
খুঁজেছিল চারিধারে
এ দুখ-সাগর সাঁতারিয়া উঠি
কোন্ স্নেহ-পারাবারে ?
চিন্তা করিতে না দিয়া, চকিতে—
লয়েছিলে সব ভার,
আনন্দাশ্রু পূর্ণ নয়নে (আজো)
স্মরি তাহা বার বার।
তোমার স্নেহের নীড়ে শিশুক'টি ধীরে ধীরে
বাড়িয়া উঠিল পরে পর,
অপার্থিব স্নেহ দানে মহৎ শিক্ষার গুণে
তাহাদের হৃদি-পরে রচিলে যে

তাহারি প্রভাবে আজি সাজাইয়া ফুল সাজি
পুলকে ভরাতে যেন পারে চরাচর।
(ও) মহান্ হৃদয় জুড়ে যে প্রেরণা লীলা করে
তাহার আভাযে পূর্ণ (র'ক) তাদের অন্তর।
এ জীবনে দিতে পাড়ি সম্মুখে রয়েছে পড়ি
দীর্ঘ দুই পথ,
মহৎ শিক্ষার গুণে মন যেন লয় চিনে
কোন্ সত্য পথ।
ও প্রশান্ত হৃদি-তলে যে প্রদীপ্ত শিখা জ্বলে
তাহারি আলোকে খুঁজি ভবিষ্যৎ পথ,
যে পথে চলিলে সত্য পূর্ণ মনোরথ। *

---

* দেবপ্রতিম জ্যেষ্ঠতাতের প্রতি স্নেহানুরক্তকন্যার ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

(মহাত্মা গান্ধীজীর প্রতি)

ভারতের মন্ত্রদ্রষ্টা হে ঋষি প্রবর,
কবে কোন্ শুভলগ্নে দেখেছিলে তুমি—
ভারতের মুক্তিস্বপ্ন, করিয়া নির্ভর
ঐশীবলে, হবে মুক্ত এ ভারত ভূমি।

কল্পনা বা স্বপ্ন সত্যে করি পরিণত
আনিতে চাহিয়াছিলে স্বাধীন স্বরাজ,
সফল করিতে তব জীবনের ব্রত
হে মহান্ নিজে নিলে দরিদ্রের সাজ।

দেখালে ত্যাগের শক্তি আপনার প্রাণে
সত্যাশ্রয়ী সত্য বলে হ'লে বলীয়ান,
নিয়োজিলে কর্ম্মশক্তি, শক্তি-উদ্বোধনে
নিদ্রালস গণশক্তি লভিল পরাণ।

ঘোষণা করিলে তুমি সুগম্ভীর স্বরে—
কে আছ স্বদেশ-ভক্ত ছুটে এস আজ,
অহিংস অসহযোগ করিবার তরে
শক্তির বিকাশ হের আপনার মাঝ।

যেখানে যেখানে চলে দুর্ব্বল-পীড়ন
সেখানে দাঁড়াও বীর নির্ভয় হৃদয়,
রক্তপাত স্পৃহাত্যাগ করিয়া তখন
সত্যাগ্রহ, সত্যাগ্রহে লভিবে বিজয়

"মহাত্মাগান্ধী"র জয় বলি উচ্চৈঃস্বরে
দিকে দিকে জেগে উঠে ভারত সন্তান,
মাতার সুপুত্র কত আসি নত শিরে
লভিল শিষ্যত্ব তব, ধন্য মতিমান।

ঝাঁপায়ে পড়িল সবে কর্ম্মের সাগরে
ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন করিল সকল,
বিস্মিত জগতবাসী তব শক্তি হেরে
কল্পনা বাস্তবে হ'তে চলিল সফল।

অহিংস সেনানী লয়ে গঠিলে যখন—
বিপুল বাহিনী, শুনি অসীম প্রভাব,
হেরিতে আসিল কত জন অগণন
মুগ্ধ হল গর্ব্বহীন হেরিয়া স্বভাব।

সিদ্ধি পথে পেলে বাধা সাময়িক ভাবে
রচিত হইল এক অপূর্ব্ব আইন,
কারার দুয়ার খোলা, এস যারা যাবে
বিচার হবে না বদ্ধ রবে বহুদিন।

হাসিমুখে কারাগারে গেল কত লোক
কোনো দোষ নহে শুধু স্বদেশের বুকে,
হেরিতে চাহিয়াছিল স্বাধীনতা-লোক
পরাধীন গেল তাই কারার সম্মুখে।

শিষ্যবৃন্দ সাথে সাথে হে জ্ঞানী মহান্
তোমরা সহাস্য মুখে গেলে কারাগারে,
বুঝালে দৃষ্টান্ত দিয়ে নহে অপমান
রুদ্ধ মুক্তি অভিযান ক্ষণেকের তরে।

হে যোগী ! তপস্যা তব নহে ত নিষ্ফল
একান্ত বিশ্বাস ভরে ডাকি ভগবানে—
বলিয়াছ মুক্তিস্বপ্ন হইবে সফল
আত্মবল দাও যদি সবাকার প্রাণে।

ভস্মচাপা বহ্নি সম এবে পুনর্ব্বার
নবতেজে জনগণ তুলিয়াছে শির,
ভারতের হৃদিতন্ত্রে উঠেছে ঝঙ্কার
মুক্তি, মুক্তি, মুক্তি, তরে জেগে উঠে বীর।

জেগেছে তরুণ শক্তি বিপুল বিক্রমে
দুঃখে অচঞ্চল এরা মরণে না ডরে,
জাগিতেছে গণশক্তি অপূর্ব্ব উদ্যমে
বন্ধনে পীড়নে কভু ভয় নাহি করে।

হে মহাত্মা ! মগ্ন এবে পুনঃ কোন্ ধ্যানে
নীরবে নিভৃতে তুমি আপন আশ্রমে ?
অপামর চেয়ে আছে বীর তব পানে
নব মন্ত্র লভেছ কি নিভৃত বিশ্রামে !

বোম্বা

ভারতের মুক্তিস্বপ্ন করিতে সফল
এস বীর, সাথে লয়ে আত্মিক বৈভব,
ঐশীবলে বলী তুমি নহ নিঃসম্বল
সবার নমস্য পূজ্য, ভারত গৌরব ॥

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের প্রতি

যে ফুল তুলিনি যে ফুল দেখিনি
যে ফুলে গাঁথিনি মালা,
তুমি যে সে ফুল তুলিয়া পূর্ব্বে
ভরেছ আপন ডালা!
যে গান ইহার পূর্ব্বে আমার
কখনো হয়নি গাওয়া
সে গান গাহিতে চমকিয়া পাই
তোমার সুরের ছাওয়া।
যে কথা গোপনে মম অন্তরে
বেঁধেছিল তার বাসা,
সে কথা ভাষায় ফুটাইয়া দেখি
সে ও যে তোমার ভাষা।
যে ছবি আমার নয়নে হে "রবি"
লেগেছিল খুব ভালো,
তাহারে আঁকিয়া দেখিনু এতেও
পড়েছে তোমার আলো।

রেখা

যে ছন্দে আমি সাজাই কবিতা
সাজাবার পর দেখি
তুমি সে ছন্দ বহুদিন আগে
সাজায়ে ফেলেছ একি !
আমার মানস-কাননে হে কবি,
ধরেছে যতেক ফল
দেখিনু তাহারা করেছে পরশ
তোমার চরণ তল।
তুমি যাহাদের করেছ আপন
মানস লোভন ইঙ্গিতে,
আমি তাহাদের পারিনা ধরিতে
চারি আঙ্গুলের সঙ্কেতে।
বাগ্‌বাদিনীর অঙ্ক জুড়িয়া
তুমি লভিয়াছ স্থান,
বিশ্ব প্রেমের গরীমায় তব
ভরিয়া রয়েছে প্রাণ।
আমার কবিতা ছন্দ আমার
শুন হে বিশ্বকবি,
তোমারি ছায়ায় জীয়াইতে চায়
তোমারি প্রসাদ লভি।

জীবন-তরী

বিজন ছাতের পরে বসি একেলা
কত কথা আসে মনে প্রভাত বেলা
যাহা কিছু করে থাকি যাহা কিছু আছে বাকী,
সে সকলি মনে হয় মায়ার খেলা
বিষাদে উদাস হয় হৃদয় বেলা।

ক্রমে ঢলে পড়ে রবি গগন ভালে
জগত ফেলিল ঘিরি সোনালী জালে
আমি একা বসে হেথা অজানা কি মনোব্যথা,
আমারে ঘিরেছে আজি প্রভাত কালে
কি যেন কি চায় হৃদি অন্তরালে।

আশে পাশে আছ মোর তোমরা কেগো ?
কেন ভাল বাস মোরে বুঝি নে যে গো।
যতদিন আছি হেথা মোর যত দুঃখ ব্যথা,
তোমরা ঘিরিয়া সদা রয়েছ যে গো
তথাপি কি চায় মন বুঝিনে রে গো।

রেখা

এতদিন যাহা ল'য়ে ছিনু ধরাতে,
আজ মনে হয় তাহা ভারা মিছাতে।
রূপ যৌবন মিছে সবি পড়ে রয় পিঁছে,
অর্থ পারেনা মন সুখে ভরাতে,
হৃদয় বসেনা আর মিছা খেলাতে।

তুমি কে গো বসে' আছ সুদূর পারে ?
এতদিনে মনে হয় চাই তোমারে।
যত সুখ দুঃখ হাসি যত পাপ পুণ্যরাশি
উজাড় করিয়া দিনু চরণ'পরে,
আমারে কি ল'বে তুমি করুণা ক'রে ?

অরূপ তোমার রূপে উঠিছে ভরি'
আমার পরাণ আজি আহা আ মরি,
জীর্ণ এ দেহখানি শতছিন্ন এ পরাণি,
পারিবে কি পারে নিতে হে কাণ্ডারী
পদরেণু পাবে কি এ জীবন-তরী। *

শ্রদ্ধাস্পদ রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী'র ভাবাবলম্বনে

পিতৃহারা

আজ মনে হয়
কোথা সেই স্নেহ-নীড় চির মধুময়,
সংসারের কোলাহলে দেহ মন শ্রান্ত হ'লে
ছুটে যাই তৃপ্ত হতে কাহার ছায়ায়
কই স্নেহময় পিতা কোথা সে আশ্রয় ?
সে গম্ভীর তোজোদীপ্তি সে পবিত্র দেবমূর্ত্তি
পাবনা পাবনা আর দেখিতে হেথায়,
মোদের ছাড়িয়া পিতা চ'লে গেছে হায় ।
যখন শৈশবে
ফেলে গিয়েছিলে পিতা, বুঝি নাই তবে
কি ছিল কি চলে গেল কি পাবনা ফিরে,
আজীবন খুঁজিলেও ভাসি' অশ্রুনীরে ।
কেন চ'লে গেছ পিতা, কি দোষ কাহার,
পিতৃহারা হৃদে প্রশ্ন জাগে অনিবার ?
শৈশব বিগতে যবে জ্ঞানের সঞ্চার হ'বে
তখন খুঁজিবে পুত্র কন্যারা তোমায়,
একথা স্মরণে আনি' কেন তুমি ওগো জ্ঞানী,
আর—কিছুদিন রহিলে না এমর ধরায় ?

শ্বশ্রুস্মৃতি

বধূরূপে তব গৃহে এসেছিনু যবে স্নেহে
লয়েছিল সাদরে আহ্বানি,
তার পর দিনে দিনে আপনার কন্যা স
একাসনে বসাইলে প্রভেদ না মানি
কভু দোষে কভু গুণে অতি প্রিয় জানি
তিরস্কার পুরস্কার করিতে প্রদান,
বিন্দুভক্তি সেবা পেয়ে "এটা বড় ভাল ‹
বলিয়া সবার কাছে বাড়াতে সম্মান।
আজ তুমি হেথা নাই দেখা তব নাহি
তথাপি ও স্নেহ-স্মৃতি নহে ভুলিবার
অজ্ঞানে যে পিতৃহীনা কে বুঝিবে সেই
পিতৃস্থানে শ্বশ্রু-স্নেহ কি স্বার্থক তা

দেশবন্ধু স্মৃতি-পূজা

দেশের জন্য করেছিলে তুমি জীবন পণ,
শশধর সম আলো, করেছিলে সারা ভুবন।
বলেছিলে তুমি বীরের মতন জলদ-মন্দ্র স্বরে—
"নত হইবনা, আনিব স্বরাজ চিরউন্নত শিরে।
ধূলিকণা সম ম্রিয়মান থাকা মানব ধর্ম্ম নয়।"
স্মৃতিটী তোমার মোদের হৃদয়ে আজো উজ্জ্বল রয়।
তিমির তাহারে মলিন করিতে পারেনা কভু।
পুণ্য ত্যাগের ধন্য প্রভাবে দূরে গিয়ে কাছে রয়েছ তবু।
জানি তুমি রবে হে চির অমর, দেশের সকল আশার মাঝে
দিবে উৎসাহ অমরা হইতে দেশহিতকর সকল কাজে।
বলে' গেছ তুমি যে সকল কথা হে জ্ঞানী মহান, দেশের তরে
সে সকল কথা ধ্বনিছে আজিও তব দেশবাসী সবার বুকে

রঙ্গলাল-স্মৃতি

বঙ্গকবি রঙ্গলাল আজি কতদিন
অতল কালের গর্ভে হয়েছে বিলীন—
বিনশ্বর দেহ তব কত বর্ষ আগে,
কিন্তু কবি, স্মৃতি তব আজো হেথা জাগে-
তাদের অন্তরে, যারা হেরেনি তোমারে
তুমি গত হ'লে যারা এল ধরাপরে,
তাহাদের চিত্তে আজো ধ্বনিতেছে হায়
যে কথা লিখেছ তুমি প্রদীপ্ত ভাষায়।
"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে ?"
শুধু এই দুটী কথা মর্ম্ম যাতনায়
আমরা স্মরণ করি' প্রণমি তোমায়।
ভাবি মনে কবি শুধু রসস্রষ্টা নয়,
মন্ত্রদ্রষ্টা কবিগণ ভবিষ্যৎ কয়,
কবে গত হ'য়ে গেছে পদ্মিনীর যুগ
আলাদ্দীন ফেলে গেছে পৃথিবীর সুখ,

কিন্তু আজো আলাদ্দীন পদ্মিনীর প্রায়
দুরাকাঙ্ক্ষা ধর্ম্ম সাথে বিবাদ বাধায়।
পৃথিবী পাপের ভারে আজিও পীড়িত,
লোভীর উদ্যত হস্ত হরিছে নিয়ত
অন্যের ঈপ্সিত ন্যায্য দুর্লভ রতন,
ভীমসিংহ সম দুঃখী আজো কত জন।
হে কবি, ভারত আজ তব বেদনায়
মিলায়ে বেদনা নিজ, স্বাধীনতা চায়।
পরের শৃঙ্খলে বদ্ধ হস্ত পদ চয়
তথাপি বন্দীর মর্ম্ম বান্দা কারো নয়।
মোহমুগ্ধ অন্তরের খুলিয়াছে দ্বার
সে শুধু শুনিছে আজি মর্ম্মের চীৎকার,
সুবর্ণ পিঞ্জরে বদ্ধ বিহঙ্গের প্রায়
পরাধীন দেশবাসী গর্জ্জিতেছে হায়—
চাহিনা বিলাস-পণ্য চাহিনা বাহার
খুলে দাও অবরুদ্ধ পিঞ্জরের দ্বার।
বিগত হয়েছে মোহ,—ভারত এখন
ফিরে পেতে চায় নিজ স্বাধীনতা ধন।
তুমি বলেছিলে কবি সখেদে যখন
"রে ভীরু, রাখিতে নারো স্বাধীনতা ধন"
তখন আসিনি মোরা জগত-মাঝারে
কিন্তু সেই মর্ম্মস্পর্শী ভাষার ঝঙ্কারে—

আজো লাজে অবনত অন্তর মোদের,
রাজস্থান নহে মাত্র, সারা ভারতের—
ব্যাকুল মানব-চিত্ত স্বাধীনতা তরে
আজো তারা শ্রদ্ধাভরে তব বাক্য স্মরে,—
স্বাধীনতা হীনতায় চাহিনা:বাঁচিতে
অধীনতা ব্যথা আর পারিনা সহিতে।
কর্ম্মদেবী পদ্মিনীর মতই আবার
ভারতের নারী হ'ক বীরত্ব আঁধার।
জাগিয়া ভারত সিংহ বিপুল বিক্রমে
স্বাধীন করুক পুনঃ নিজ বাসভূমে,
হে কবি, উদ্দেশে তব করিয়া প্রণতি
রচিলাম শ্রদ্ধাভরে রঙ্গলাল-স্মৃতি। *

---

* ১৩৩৫ সালের মাঘ মাসে মাইকেল-লাইব্রেরীর কবিতা-প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বলাভে 'মধুমিলন' সভায় রৌপ্যপদক প্রাপ্ত।

দুই-দিক

কল্পনা ছুটিয়া চলে পুষ্পরথ সম
গতি তার শ্রান্তিহারা বাধা বন্ধ হীন,
নব নব রূপে আসে মনকুঞ্জে মম
নিমিষে আঘাত লভি' না হয় বিলীন।
প্রতিদিন শ্রবণে সে যে বাণী শুনায়
নাহি তাহে নিরাশার নিষ্করুণ ভাষা,
অন্তরে মধুর ভাব সে নিতি জোগায়
নানাভাবে দেয় প্রাণে সুখ স্বপ্ন আশা।

বাস্তব জগতে যবে চলিবারে চাই
শত বাধা বিঘ্ন আসি রোধ করে পথ,
মনে হয় অভিলাষ কেমনে পূরাই
অর্দ্ধপথে গতিহারা কল্পনার রথ।
বিস্ময় স্তম্ভিত প্রাণে ভাবি শুধু তাই
কল্পনা বাস্তবে কেন সাম্যভাব নাই।

বন্ধুর পত্র

বন্ধু, তোমারে ভুলি নাই,
সারাদিন যায় কাজ কাজ করে
সারারাত পড়ে ঘুমাই অঘোরে
তবু জেনো এই বিরল অবসরে
তুমি আছ মোর প্রাণে ভাই।
বিশ্বাস করো প্রাণের বন্ধু,
তোমারে কখনো ভুলি নাই।
ছুটির দিনেও চিঠি একখানি
লিখি নাই বলে' রেগেছ তা' জানি,
তাই নিরুপায় অপরাধ মানি,
কিন্তু তোমারে ভুলি নাই,
কর্ম্মজগতে দূরে রহিলেও
মনো-জগতে যে বাঁধা ভাই।

প্রেম

সে পবিত্র প্রেম চাই অনিন্দ্য সুন্দর
হৃদয়ে অঙ্কিত যাহা থাকে চিরতরে,
ভালবাসা চাই প্রভু, চির-মনোহর
মলিন না হয় যাহা কালের তিমিরে।
যে প্রেম স্বার্থের লাগি শুধু আসে যায়
সে প্রেম কামনা ভরা চাহি নাক তা'য়,
চাহি না প্রেমের ভান ছলনাভিনয়
মরীচিকা মিথ্যা মোহ চাহে না হৃদয়।
যে প্রেম উজল চির আপন প্রভায়
সত্যের আলোকে যাহা নিত্য জ্যোতির্ম্ময়,
যে প্রেমে সংশয় দৈন্য আবিলতা নাই
নিভৃত অন্তর হ'তে সেই প্রেম চাই।
চাই প্রভু, সেই প্রেম অনন্ত নির্ভর
জীবনে মরণে যাহা শাশ্বত সুন্দর।

মিলন

তরুণী উষারে যথা তরুণ তপন
ব্যাকুল হৃদয় ল'য়ে করে আলিঙ্গন,
বিক্ষুব্ধ অন্তরে ধরি তরঙ্গ বিপুল
সিন্ধু গঙ্গোত্রীর সনে মিলিতে ব্যাকুল।
প্রস্ফুটিত কুসুমের সৌন্দর্য্যে যেমন
দূর হ'তে লুব্ধ হয় ভ্রমরের মন,
প্রদীপ্ত দিবস যবে কর্ম্মক্লান্ত হয়
সন্ধ্যার প্রশান্ত বক্ষে চাহে সে আশ্রয়।
ভক্ত যথা ভগবানে সঁপি' মন প্রাণ
তাঁহারে লভিতে করে আপনারে দান,
তেমনি প্রেমিক প্রাণ চাহে প্রেয়সীরে
রাখিতে আপন করি' হৃদয়-মন্দিরে।
অপূর্ব্ব বিধির বিধি সৃষ্টি চিরন্তন
পুরুষ প্রকৃতি সহ পবিত্র মিলন।

অধিকার

আমি ত চাহিনি শুধু করুণা তোমার
অনুগ্রহ দয়া তব তাও চাহি নাই,
হ'তে পারে সত্য তুমি কৃপা-অবতার
তোমার করুণা-কণা পেয়েছে সবাই—
তাও হ'তে পারে সত্য, কিন্তু তবু আমি
কখনো চাহি না কৃপা, ভুল সখা, ভুল—
যদি কৃপাপ্রার্থী মোরে ভেবে থাক তুমি।
আমি এ জীবনে সখা, কভু কোনোদিন
অনুগ্রহপ্রার্থী যেন না হই কাহার,
আপন ক্ষমতা বলে হেথা চিরদিন
বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী যেন রহি সবাকার।
উঁচু তারে বাঁধা র'বে এ হৃদয়-বীণ
সবার অন্তর-প্রীতি করি' অধিকার।

অভিমান

অভিমান আহত হৃদয় আজিকে
গুমরিয়া উঠে বেদনা ভারে
সহানুভূতি বা সান্ত্বনা কারো
এ নীরব ব্যথা মুছাতে নারে।
দিয়েছিলে ব্যথা, পার গো মুছাতে
অভিমানে ভরা অশ্রুরাশি,
নিজ ব্যবহারে অনুতাপ লভি'
এস যদি কাছে মধুর হাসি'।
যেদিন প্রথম এসেছিলে তুমি
শুভ-বসন্তে মৌন সাঁঝে
লয়েছিনু বরি' দ্বিধাহীন চিতে
মম যৌবন-কুঞ্জ মাঝে।
সেই যে প্রথম কম্পিত হৃদে
হয়েছিল চারি চোখের দেখা,
আজিও নিভৃতে হৃদয়-কন্দরে
রয়েছে স্বর্ণ আখরে লেখা।

জীবন-উষায় সঙ্গিনী করি'
লয়েছিলে যবে সকল ভার,
দেখিনি চাহিয়া কি দিয়েছ তুমি
করিনিক সমালোচনা তার।
আজি যদি তুমি ব্যথা দাও মোরে
লাগে না কি তাহা তোমায় ফিরে,
জ্বলেনি পুণ্য প্রেমের আলো কি
মোদের দুইটী হৃদয় ঘিরে ?
যে নয়ন মন হেরিয়া আমারে
এনেছিল টানি' তোমার কাছে,
বল বল প্রিয়, সে নয়ন মন
আজো কি তোমার তেমনি আছে ?

প্রথম চুম্বন

প্রথম প্রণয় নীরে
লাজ সরে ধীরে ধীরে
দুইটী হৃদয় ঘিরে
মধুর মিলন,

প্রাণে কত আশা জাগে
কাঁপে তনু ভাবাবেগে
পবিত্র প্রণয় রাগে
রঞ্জিত জীবন।

চোখে চোখে হাসা হাসি
চোখে ভালবাসা বাসি
চোখে চোখে চলে কত
মান অভিমান,

চোখে চোখে চা'য়া চা'য়ী
চোখে কথা ক'য়া ক'য়ী
অনুরাগী হৃদয়ের
নব অভিধান।

মিলন ব্যাকুল বাহু
শশী যেন গ্রাসে রাহু,
দোঁহারে জড়ায়ে দুঁহু
সুখ আলিঙ্গন,

সে প্রেম-পরশে বালা
স্থিরা ধীরা অচঞ্চলা,
পরুষ পুরুষ শান্ত
তৃপ্ত তার মন।

মুখের মুখর ভাষা
নয়নে বেঁধেছে বাসা
ভয়ে লাজে মূক-ওষ্ঠে
অধীর কম্পন,

আর কি সরম চলে
অধরে অধর মিলে
পূর্ণ প্রেম অনুরাগে-
প্রথম চুম্বন।

বিরহ

১

আধ জাগরণে নিরখি নয়নে
প্রিয়তম তুমি এসেছ,
ঘুমে অচেতনে হেরেছি স্বপনে
ওগো প্রিয়, পাশে বসেছ।
আমার বিরহ বিধুর হৃদয়
পরশি শীতল করেছ,
দু' বাহু বাড়ায়ে প্রেমালিঙ্গনে
আমার এ তনু বেঁধেছ।
সে পরশ স্মরি' চমকিয়া চাই
কোথা তুমি কই তুমি গো,
নিমেষে টুটিল তন্দ্রার ঘোর
একেলা জাগিয়া রহি গো।

২

প্রভাতের পাখী জাগেনি তখন,
গাহেনি প্রভাতী গান,
গগনে তখনো সুখ তারকাটী
জ্বলিছে অপরিম্লান।

ঝরেনি শেফালী ধরণী চুমিয়া
আপনা করিয়া দান,
প্রভাতের মৃদু মলয় পরশে
আকুল করিল প্রাণ।
মনে হ'ল ওগো প্রিয়তম, তুমি
কানে কানে মোরে কহিছ,
"কখন যামিনী নিয়েছে বিদায়
এখনো শয়নে রয়েছ।

৩

জেগে দেখো প্রিয়া, তোমার লাগিয়া
প্রবাস হইতে এসেছি,
গভীর আঁধার হইতে আসিয়া
প্রাণের আলো'কে হেরেছি।"
এমনি করিয়া আশা নিরাশায়
কাটাই দীরঘ বেলা,
আপনার মনে কুড়ায়ে শেফালী
গাঁথি ব'সে কত মালা,
কতদিনে প্রিয়, এ বিরহ ব্যথা
মিলনের মাঝে মিলাবে,
কবে প্রিয়তম, পরবাস ত্যজি
আপন আবাসে আসিবে?

নারী ও পুরুষ

নারীর উক্তি

পিতৃ মাতৃ ক্রোড়ে জনম লভিয়া এসেছি জগত-নীড়ে
তাঁহাদের স্নেহ যতনে লভিয়া বাড়িয়া উঠেছি ধীরে,
বরষের পর কাটিল বরষ শৈশব গেল চলি'
কৈশোর সেও হইল বিগত, গোপন চরণ ফেলি'—
আসিয়া দাঁড়া'ল যৌবন কাল আমার দেহের 'পরে—
ফেলিল তাহার চরণ-চিহ্ন বিপুল গর্ব্ব ভরে।

যত পাড়া প্রতিবাসী
করে কানাকানি, বলে কত কথা আমাদের গৃহে আসি'।
বিব্রতা মা আমার
পিতৃ সমীপে এসে বলে ধীরে ঘরে "টেঁকা হল ভার,
মেয়ে ত তোমার আদরে আদরে
কারো কোনো কথা কেয়ার না করে
হাসিয়া খেলিয়া লেখা পড়া নিয়া দিব্য আরামে আছে,
বয়েস ওদিকে হ'ল যে পনের চোদ্দ পেরিয়ে গেছে।"
বাবা বলে হেসে "মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভেবনা মিছে,

যখন ফুটিবে বিবাহের ফুল
তখন কাহার শক্তি অতুল
রুধিয়া রাখিবে তায়,
তবে কেন এত ভাবনা চিন্তা দেখি বুঝে ওঠা দায়।”
এমনি করিয়া কিছুদিন গত একদা সন্ধ্যাবেলা
আসিয়া দাঁড়াল অজানা পথিক হাতে লয়ে ফুল-মালা
চমকিত বিস্ময়ে
নয়নের সাথে মিলিল নয়ন শুভ বিয়ে হয়ে গেল।
শুনিনু যে সেই অজানা পথিক এসেছে পুষ্পরথে,
নিয়ে যাবে মোরে সঙ্গিনী করি’ তাহার জীবন-পথে।
হাতের সেই সে মালাগাছি দিয়া
বাঁধিয়া লইবে আমার এ হিয়া,
তার পর হ’তে তা’রি সাথে সাথে ফিরিতে হইবে মোরে
পিতা মাতা আর প্রিয় পরিজন পরিচিত গৃহ ছেড়ে।
কন্যা হইয়া জন্ম লভেছি বঙ্গ-জননী গেহে,
গিয়ে স্বামী সনে তাঁর পরিজনে আপন ভকতি স্নেহে
করিতে হইবে অতি আপনার এই রমণীর কর্ম্ম,
স্বামী সুখে সুখী তাঁর দুঃখে দুঃখী নারীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।
মানিয়া নিলাম তাই,
বুঝিলাম সার ইহা ভিন্ন আর রমণীর গতি নাই।
আবাল্য প্রিয় সকল ত্যজিয়া
অজানার দেশে চলিনু ভাসিয়া,

স্বভাবের গুণে সেথাকার প্রিয় হইব কি হইব না
কিছু ছিল নাক জানা।
কুমারী জীবনে আছিল আমার যতেক চঞ্চলতা
এখানে আসিয়া নিমেষে সে সব মিলাইয়া গেল কোথা,
আর না পাইনু খুঁজি
বাল্যের সাথী বিমলানন্দ আশৈশবের পুঁজি।
বাঁধিল সংসার কর্ম্ম-নিগড়ে
চিত উন্মুখ কর্ম্মের তরে,
কত না চিন্তা কতই ভাবনা আসিল হৃদয়'পরে,
আপনার তরে অতি ব্যস্ততা রেখে এনু খেলাঘরে।
যবে স্বামী সনে হ'ল পরিচয়
শুনিনু মোদের প্রাণ বিনিময়,
হয়েছে শুভক্ষণে
সংসারে মোরা সকল কার্য্য সাধিব মিলিত প্রাণে।
নবীন প্রেমের নীরে
ভেসেছিনু ধীরে ধীরে,
(তারপর) জানি না কখন গিয়াছে কাটিয়া নবীন প্রেমের ঘোর
কর্ম্ম-সায়রে হ'ল বিলুপ্ত সকল সত্ত্বা মোর।
হইয়াছি আজি ঘরণী গৃহিণী,
পুত্র কন্যার নবীনা জননী,
গৃহের সকল কর্ম্মের অধিকারী ;
অধিক কি আর আছে করিবার ক্ষীণা দুর্ব্বলা নারী।

কি আছে আমার বিপুল ধরায় করিতে খবরদারি।
হৃদয়-যন্ত্রী থাকনা সুপ্ত
পুরুষ যাহাতে না হবে তৃপ্ত
সাধিতে সেরূপ কোন ও কার্য্য নহি নহি অধিকারী,
কারণ—মোরা যে নারী॥

পুরুষের উক্তি

মিছা অভিমান রাণী,
আমার জীবনে তোমার প্রভাব
অতি প্রয়োজন মানি।
আমি সারাদিন খেটে আসি যবে
ক্লান্ত চরণে শ্রান্ত দেহে,
তোমার স্নিগ্ধ প্রেমের ছায়ায়
হৃদয় আমার তৃপ্তি চাহে।
তোমার কোমল পরশ লভিয়া
শুনিয়া তোমার মধুর বাণী,
দূরে চলে' যায় দিবসের দুখ
জীবন পরম ধন্য মানি।
মিনতি আমার মিছে অভিমান
ত্যজ গো রাণী।

রোগে দুখে আর অভাবে দৈন্যে
তুমি না থাকিলে গৃহের মাঝে
মুছাতে বেদনা আসে না আলোক,
লাগে না ত মন কোন কাজে
নীরস শুষ্ক কর্ম্ম প্রবাহে
আমি চিরদিন ভাসিয়া চলি।

তুমি সুকোমল হৃদয় লইয়া
পুণ্য প্রেমের প্রদীপ জ্বালি'—
রহ গো বসিয়া আমার আশায়
ক্ষুদ্র আমার কুটীর' পরে,
স্মরিয়া তোমার সে মূরতি মোর
সকল শ্রান্তি ঝরিয়া পড়ে।
তোমার গর্ভে জনম লভেছে
প্রিয় সন্তান মম,
উভয়ের মাঝে ফুটে আছে তারা
সেতু বন্ধন সম।
মিলিত প্রাণের ভাব ভাষা লভি'
বড় হ'বে তা'রা জগত-মাঝে,
জান না কি প্রিয়া, তাদের ঘিরিয়া
কত আনন্দ এ গৃহে রাজে?
সন্তান আর প্রিয় পরিজন
সকলের ভার তোমার করে
দিয়েছি সঁপিয়া পরমাশ্বাসে
তবু অভিমান কিসের তরে?
ওগো প্রিয়া, আজি প্রেম অনুরাগে
পুনঃ আবাহন করি,
তোমরা দেশের দশের শক্তি
হে মহিমময়ী নারী।

প্রিয়-সন্দর্শনে

বহুদিন পরে আসিয়াছ প্রিয়,
আবার আমার পাশে,
পশ্চাৎ হ'তে বেঁধেছিলে চোখ—
বুঝি কিনা—সেই আশে
নিমেষে চিনেছি ও কর-পরশ
শুনেছি চরণ-ধ্বনি,
অন্তর মম মুখর হইয়া
বলিয়াছে চিনি চিনি।
তোমারে না যদি চিনিতাম তবে
মিছা হ'ত ভালবাসা,
ব্যর্থ হইত রমণী-হৃদয়
বৃথা হ'ত তব আসা।
কতদিন প্রিয়, দেখি নাই তোমা
গুমরিয়া অভিমানে,
ভেবেছিনু আর ফিরা'ব না আঁখি
সেই নিঠুরের পানে।
খেলাচ্ছলে যে রমণীর হিয়া
অনায়াসে দলি' যায়,

সে জন যে অতি কপট নিঠুর,
আর ভাবিব না তায়—
এই কথা মনে ভেবে কতদিন
নয়ন মুদেছি যাই,
অমনি সহাস মূরতি তোমার
হৃদয় দেখিতে পাই।
কত রাগ মান জমা ছিল হৃদে
আজি কতদিন হ'তে
ফিরে দেখিব না ভেবেছিনু যেই
এসেছ নয়ন-পথে—
অমনি অবাধ্য আঁখিতারা মম
তোমার মুখের 'পরে
হ'য়ে গেল স্থির গত কথা ভুলি'
আর কে ফিরাবে তারে।
হে প্রিয়, তোমার স্পর্শ লভিয়া
সকলি ভুলিয়া গেনু,
রহিল না আর রাগ অভিমান,
তোমারে যে কাছে পেনু।
বুঝিনু তোমারে না দেখিয়া ছিল
ব্যথিত আমার প্রাণ,
রাগ সে মিথ্যা, অনুরাগ আজো
রয়েছে অপরিম্লান।

দূরে থাক আর কাছে থাক তুমি
আমার হৃদয়-পুরে—
হে প্রিয়, নেছ যে শ্রেষ্ঠ আসন
তা' হ'তে র'বে না দূরে।
যাপিয়াছি কত দিবস রাত্রি
তোমার আসার আশে,
সকল বেদনা ভুলায়ে আজিকে
এসেছ আমার পাশে।

বিদায়-বেলা

হে প্রিয় হে সখা,
বিদায় বেলা কাছে এসে দিও আমায় দেখা।
যখন আমি যাব চলে' সেই বিদায়ের রাতে
শেষ মিলনের অর্ঘ্য মধুর দিও আমার সাথে।
মূরতি তোমার জড়িয়ে আছে আমার হৃদয়-তারে
তবু নয়ন ব্যগ্র তোমায় দেখ্‌তে বারে বারে।
যখন তুমি অনুরাগে এস আমার কাছে
হৃদয়বীণা সেই মুহূর্ত্তে নতুন সুরে বাজে।
বিরাগ ভরে চেয়ে যখন দেখো আমার পানে
ভীত হ'য়ে ভাবি তখন কি হবে মোর প্রাণে?
এমনিতর বাঁধা আমি থাকৃতে তোমার সনে
এসেছিলাম তোমার গৃহে কোন্‌ সে শুভক্ষণে।
এস আমার যাবার বেলা বাজ্‌ছে বিদায়-বাঁশী,
মুছে ফেল অশ্রু সখা, দাও গো বিদায়-হাসি।
জীবন-ভরা কর্ম্ম আমার দিয়ে তোমার করে
ভাসিয়েছিলাম জীবনতরী প্রেমের পারাবারে।
জানিনেক কোন্‌ সুদূরের যাত্রী আমি আজ,
হৃদয় ভরা অর্ঘ্য আমার লও গো হৃদয়-রাজ॥

মিনতি

করোনা ভর্ৎসনা,
করিনি ত কোনোদিন ও দেহ কামনা।
লালসায় পূর্ণ চিত্ত সে ত আমি নই,
মুগ্ধ চক্ষে তোমা পানে শুধু চেয়ে রই।
ও আঁখি সুন্দর
ছায়া ফেলিয়াছে মোর মরম ভিতর,
আকুল করেছে মোরে রূপজ্যোতি তোর
ও আঁখিতে আঁখি রেখে আনন্দে বিভোর
দোষ কিবা তায়
কে আকৃষ্ট নয় বল রূপের প্রভায় ?
বহ্নিতে পতঙ্গ মুগ্ধ, ভ্রমর কুসুমে,
তরুণ অরুণ তৃপ্ত ধরণীরে চুমে।
রূপ-মুগ্ধ নর
খোঁজে যদি দৃষ্টি তার তরুণী সুন্দর,
নেহারিতে শুধু বল কিবা দোষ তায়
রোষ-দীপ্ত নেত্রে কেন ভর্ৎসিছ আমায় ?
মিনতি সুন্দরী,
অতৃপ্ত নয়নে যদি তব রূপ হেরি
তাহে তুমি মম প্রতি হয়োনা নির্দ্দয়
জেনো উহা রূপ-পূজা আর কিছু নয়।

মানসী

ভালবাসি—ভালবাসি—
আমি তোমায় ভালবাসি ওগো মানসী,
তোমার সুনীল নয়ন দুটী স্নিগ্ধ মধুর হাসি,
টানে আমায় বিপুল টানে
কি জানি কি আকর্ষণে—
রইতে নারে পরাণ আমার নীরব উদাসী।
কল্প-লোকের প্রিয়া আমার হৃদয়-নিবাসী
আস্‌বে যেদিন মোহন বেশে
আমার পাশে মধুর হেসে
স্বপ্ন সেদিন সত্যরূপে উঠ্‌বে বিকশি,
ভালবাসা ধন্য হবে স্বরূপ প্রকাশি।
সেদিন আমি বক্ষে তোমায় রাখ্‌বো হরষে
লাগিয়ে চমক তোমার মনে
গভীর সোহাগ-পরশনে
নিবিড় ক'রে বাঁধ্‌বো তোমায় অধর-পরশে
প্রেমের কুঁড়ি উঠ্‌বে ফুটি' তোমার দরশে।

স্বপ্ন-লব্ধা

নিশীথে স্বপন-ঘোরে আজি লভিয়াছি তা'রে
যা'রে নিশিদিন আমি ফিরেছি খুঁজিয়া,
প্রতিদিন জনস্রোতে যাহারে খুঁজেছি পথে
এবে সে দিয়াছে দেখা স্বপনে আসিয়া।
শুধু একদিন তা'রে হেরেছিনু নদীতীরে
আর কোনোদিন দেখা পাইনি তাহার,
সে মূরতি অনুপম এ মানস পটে মম
যে রেখা আঁখিয়া দেছে নহে মুছিবার।
মুগ্ধ শিল্পী তা'রে তাই চিত্রে ফুটাইতে চাই
রং তূলিকাদি ল'য়ে করি প্রাণপণ,
এক নিমিষের দেখা সজীব সে চিত্র-লেখা
হয়েছে সমাপ্ত প্রায় করিয়া যতন।
কিন্তু সে নয়ন দুটি চিত্রে উঠে নাই ফুটি'
তার সনে পরিচয় হয়নি সেদিন,
অসমাপ্ত র'ল ছবি বুঝি ব্যর্থ হ'ল সবি
প্রাণময় দৃষ্টি বিনা চিত্র প্রাণহীন।

ক্ষোভে কাঁদে শিল্পী-প্রাণ কেন হ'নু আগুয়ান
বারেকের দেখা সেই অঙ্কিতে মূরতি
যেটুকু পেয়েছি দেখা তার প্রতি অঙ্গ রেখা
চিরতরে হৃদি-পটে স্পষ্ট আছে অতি।
কিন্তু ভাবি নাই মনে শুধু মাত্র সে নয়নে
না দেখে বিফল হ'বে সাধনা আমার,
দুঃখে ম্রিয়মান তাই হেথা যাই সেথা যাই
কোথায় তাহার দেখা পা'ব আর বার।
প্রতিদিন মনক্ষুন্ন ফিরি ঘরে আশা শূন্য,
অবসন্ন শ্রান্ত দেহে পড়ি বিছানায়,
আজিকে গভীর রাতে নিদ্রালু আঁখির পাতে
পরিপূর্ণ রূপে আমি হেরিলাম তা'য়।
বিস্ময় বিমুগ্ধ হ'য়ে যেমন দেখিনু চেয়ে
অমনি মিলিয়া গেল নয়নে নয়ন,
নিদ্রা ভঙ্গে হ'য়ে খুসী তুলিকাদি ল'য়ে বসি,
ধন্য শিল্পী, পূর্ণ চিত্র, সার্থক স্বপন।

নির্ভয়

দেবতা, তুমি ত বক্ষে আমার রয়েছ নিত্যকাল
তবে কেন আমি ঘেঁটে মরি যত দুনিয়ার জঞ্জাল ?
আপনারে ল'য়ে কিসের ভাবনা,
অন্তর তলে কি দুঃখ-যাতনা
কি তীব্র ব্যথা নিশিদিন মোরে করিতেছে নিপীড়ন,
অতৃপ্ত কোন সুতীব্র তৃষ্ণা করে মন উচাটন।
সে-সব তোমার নহে ত অজানা
মোর প্রতি কথা আছে তব জানা,
সুগোপন ব্যথা ব্যক্ত যাতনা সকলি ত তুমি জানো,
মানব-হৃদয় পাষাণ ত নয় তাও নিশ্চয় মানো।
তথাপি দেবতা এত পরীক্ষা—
নিত্য করিয়া দিতেছ শিক্ষা,
ভেবেছ কি আমি পরাজয় মানি' হব অতি হীন প্রাণ,
তা নয় তা নয় দোষী হই তবু তোমারি ত সন্তান।
লোভ মোহ শত কামনা বাসনা
হৃদয় দুয়ারে দে'ছে মোর হানা,
নিষ্ফল তারা গিয়াছে চলিয়া, ফিরিয়াছে হতমান,
তোমার আশীষ মস্তকে বহি' আজো দণ্ডায়মান—

রয়েছি জানিও হইনি খর্ব্ব ;
মনুষ্যত্বের বিপুল গর্ব্ব
গুঁড়ায়ে ফেলিনি, ভুলি নাই মোরা অমৃতের সন্তান,
তোমার পতাকা বহি' নতশিরে হইয়াছি গরীয়ান।
তবু যাহা কিছু করিয়াছি দোষ
তুমি ক্ষমা করো করিও না রোষ,
সকলি হেলায় তুচ্ছ করেছি—কেবল লেগেছে ভালো
সরলতা ভরা পবিত্র প্রেম—তাহার দীপ্ত আলো।
ভুলায়ে দিয়েছ সব অশান্তি
হরিয়া লয়েছ সকল ক্লান্তি,
তারে অপমান করিতে আমার শকতি নাই যে প্রভু
তুমি বল দাও দুর্ব্বল মোরে বিপথে না যাই কভু।
শান্ত প্রেমের স্নিগ্ধ সলিলে
অবগাহি আমি শান্তি লভিলে,
তুমি স্থান দিও অভয় চরণে হেরি' অন্তর মোর
ওগো অন্তর দেবতা আমার অনন্ত নির্ভর !

বৃন্দাবন

পুণ্যময় তীর্থক্ষেত্র ধন্য বৃন্দাবন,
কৃষ্ণ-পদরেণু মাখা স্নিগ্ধ তপোবন।
শ্রীকৃষ্ণের লীলা ভূমি
সবার আরাধ্য তুমি
ব্রজগোপ গোপিনীর শান্তি নিকেতন
নন্দ যশোমতী প্রিয় ধন্য বৃন্দাবন।
যেথা যমুনার কূলে
বসি' কৃষ্ণ-পদমূলে
ভুলেছিল কুলবধূ সকল সরম,
খুঁজে পেয়েছিল রাধা আরাধ্য রতন
রাধা নামে সাধা বাঁশী
পরায়ে প্রেমের ফাঁসী
নিভৃতে আনিত টানি সাধনার ধন,
রাধাকৃষ্ণ প্রেমপূত ধন্য বৃন্দাবন।
কালো যমুনার জলে
দাঁড়াইয়া লীলাচ্ছলে
করিল বালক কৃষ্ণ কালীয় দমন,
সেই যমুনার তীরে স্থিত বৃন্দাবন।

যেথা পুত্না রাক্ষসীরে
অনায়াসে হেলা ভরে
ফেলিল মৃত্তিকা'পরে দৈবকীনন্দন,
সে বীরত্ব গাথা ভরা তুমি বৃন্দাবন।
রাখিতে ভক্তের মান
যেথা কৃষ্ণ মতিমান
নন্দ যশোদার গৃহে আপনি নন্দন,
সে পুণ্য মিলন-ক্ষেত্র তুমি বৃন্দাবন।
পবিত্র তোমার নামে
মনে হয় রাধাশ্যামে
শুন পুণ্যময় ধাম জানিনা কখন
এ জীবনে পাব কিনা তব দরশন।
জীবন-মধ্যাহ্ন বেলা
রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা
পরিপূর্ণ শ্রদ্ধাভরে করিয়া স্মরণ
ভক্তিপ্লুত হৃদে তোমা' করিনু তর্পণ।

সীতাদেবী

ধরামাঝে ঋষিশ্রেষ্ঠ জনকের ঘরে
আবির্ভূতা লক্ষ্মীসীতা বিধাতার বরে,
নিষ্ঠুর নিয়তিসনে যুঝিতে জনম—
লভিয়া দেখাল সীতা নারীর ধরম।
লোকে বলে সীতাদেবী জনমদুখিনী
মোরা বলি ধন্যা সীতা স্বামী গরবিণী,
কি ছার সাম্রাজ্যগর্ব্ব ছার রাজ্যসুখ
বনবাসে পতিপাশে সদা হাসিমুখ।
নিজ সহোদর সম দেবর লক্ষ্মণ
সীতারে করিতে সুখী ব্যস্ত অনুক্ষণ,
ধর্ম্মের মাহাত্ম্য হেথা দেখাতে সবারে
সাধ্বী সীতা পতিব্রতা রাবণের ঘরে।
সত্যব্রত রামচন্দ্র সীতার কারণে
সবংশে বধিল লঙ্কাপতি দশাননে,
অগ্নির পরীক্ষা নহে রামের কৌশলে
পবিত্র সীতার মূর্ত্তি দেখিল সকলে।
করাইলা অগ্নিশুদ্ধি দেখে সর্ব্বজনা,
নতমুখে সতীপদে করিলা বন্দনা।

ভাগ্যবিড়ম্বনা হেতু বনেতে বসতি
পতি করে নাই ত্যজ্যা, করিল নিয়তি।
ধর্ম্মের প্রভাবে বনবাস মধুময়
বাল্মিকীর তপোবন স্নেহের আশ্রয়,
লব কুশ দুইপুত্র গুণের আধার
বংশের গৌরব তারা গৌরব মাতার।
দূরে রহিলেও তবু স্বামীর অন্তরে,
কি উজ্জ্বল ছিল মূর্ত্তি, স্বর্ণসীতা গড়ে—
দেখাইলা রামচন্দ্র সবার সম্মুখে
'ভুলি নাই—ভোলা নাহি যায় রাজ্যসুখে'।
রাজগৃহে তপোবনে দোঁহার হৃদয়ে
যে প্রেমের মন্দাকিনী ধীরে যায় বয়ে,
সে প্রেমে যে প্রাণ পূর্ণ কি দুঃখ তাহার
তার কাছে রাজ্যসুখ অতীব অসার।
রাজকন্যা রাজবধূ রাজরাণী সীতা
যুগে যুগে দেশে দেশে তুমি মা বন্দিতা

বসন্তোৎসব

বিদায় লয়েছে শীত আজ
এল বসন্ত ঋতুরাজ,
প্রভাত বায়   মোরে জানায়
এল বসন্ত ঋতুরাজ
তার আগমনী গাহ আজ।
সে মধুবায়   দেহ কাঁপায়
প্রবেশে ধীরে মনোমাঝ,
বলে, পর এবে নব সাজ,
খোলো ধড়া চূড়া   গেছে শীত বুড়া
পুরু আবরণে নাহি কাজ,
পরেছে প্রকৃতি নব সাজ।
নাহি নাহি আর   কুহেলি-আঁধার
শিশির সজ্জা নাহি আজ
এল বসন্ত ঋতুরাজ।
নব তৃণ দল   করে ঝল মল
তরুণ রৌদ্র লাগি আজ
নামিল ধরায় ঋতুরাজ।

বিরহী-হিয়ায় মিলন তৃষায়
ঘুচে গেছে আজি সব লাজ
নবীনানন্দ হিয়া মাঝ।
গাহে পিক বঁধু লুটে নাও মধু
হৃদে বাঁধ সখী, হৃদিরাজ।
তুমি কবি, সব ত্যাজি কাজ।
গাহ আজি সুখে প্রকৃতির বুকে
যে শোভা এনেছে ঋতুরাজ
লেখনীতে দাও ফুল সাজ,
তারি গুণ গান গাহ কবি-প্রাণ
বসন্তোৎসবে মাতো আজ
এসেছে ধরায় ঋতুরাজ।

বর্ষা-বন্দনা

বাহিরে বাদল ঝরে ঝর ঝর
লাগিল বরষা হিয়ার ভিতর,
ভিতরে বাহিরে প্রলয় রোলে
বিরহ বেদনা জাগায় তোলে।
আয়রে বরষা প্লাবিয়া আয়
বহিছে মধুর শীতল বায়,
সারাটা প্রকৃতি দাপটে তোর
মত্ত মাতাল নেশায় ভোর।
কর্ম্মী হারা'ল কাজের মন
খুঁজিতে লাগিল গৃহের কোণ,
(গৃহে) ব্যাকুলা বধূরা অধীরে চায়
রয়েছে প্রিয়ের প্রতীক্ষায়;
কড় কড় কড় মেঘের নাদ
ঐ—বিদ্যুৎ বজ্রপাত,
আয়রে বর্ষা আকুলা আয়
(ভরা) শ্রান্ত জগতে শীতল তায়।
বাহিরে ভীষণ শব্দ ঝন্ ঝনা
ঘরে বসে গাহি বর্ষার-বন্দনা।

বাসনা নির্ব্বাণ

কর প্রভু, বাসনা নির্ব্বাণ,
কামনা বাসনা আশা
স্বার্থপর ভাল বাসা
ভাঙ্গিয়া দিতেছে হৃদি করি শতখান,
কর প্রভু বাসনা নির্ব্বাণ।
মরীচিকা পিছে ছুটি
হীরা ভ্রমে কাঁচ লুটি
ভোগের চরণে সঁপি আপনার প্রাণ,
কর প্রভু বাসনা নিব্বাণ।
কোথা সুখ কোথা শান্তি,
শুধু মায়া শুধু ভ্রান্তি
এ জগত নহে চির শান্তিময় স্থান,
কর প্রভু বাসনা নির্ব্বাণ।
তোমার চরণ-তলে
অনুতাপ-অশ্রুজলে
নিবেদন করি প্রভু ওগো দয়াবান,
কর কর বাসনা নির্ব্বাণ।

আত্ম-নিবেদন

আমায় তুমি তোমার সাথে যোগ করে নাও হরি,
অজানা কোন্ আকর্ষণে
টান্‌ছে আমায় তোমার পানে
তাই ত তোমার অদর্শনে বিয়োগ-ব্যথায় মরি,
এবার আমায় তোমার সাথে যোগ করে নাও হরি।
বিপুলা এই বিশ্বে আমার
যা-কিছু সে সবই তোমার,
তোমার মাঝে সত্ত্বা আমার নাও গো বিলোপ করি,
দেখাও প্রভু, দেখাও তোমার অভয় পদ-তরী।
অহমিকার গর্ব্ব মিছে
বাঁধতে আমায় পারেনি যে,
তোমায় পাওয়ার আশায় আমার উঠ্‌ছে চিত্ত ভরি,
আমায় তুমি তোমার সাথে যোগ করে নাও হরি।
হৃদয় আমার স্তব্ধ নিঝুম
তোমার রচা এ প্রাণ-কুসুম
কেমন করে তোমার পদে অর্ঘ দিব হরি
সেই ভাবনায় কাটছে আমার দিবস-বিভাবরী।

হৃদয় আমার চায় তোমারে
এস এস হৃদ্-মাঝারে
বহুদিনের আশা আমার পূর্ণ করো হরি,
যখন আমি সকল কাজই করব তোমায় স্মরি—
পরাজয়ের মিথ্যা গ্লানি
হরবে না আর মুখের বাণী
তখন স্বার্থ সাধন আশে চাইব না আর ফিরি
আমার সকল আশার রূপে এস অরূপ হরি।

ঈশ্বর

দেবতা-চরণ তব মানবের শান্তিস্থল
বেদনা মোচন তরে তুমি দেহ অশ্রুজল,
ভোগ সুখোন্মত্ত লোক তব পদ নাহি চায়
অর্থগৃধ্নু, ধনলিপ্সু, তোমারে চিনে না হায়।
মায়াময় এ জগতে মোহ যারে রয় ঘিরে
সে কভু তোমার প্রতি বারেক চাহে না ফিরে,
দুঃখ দৈন্য নিরাশায় ভরে যবে মন যার
সে তখন তব প্রতি অনুরাগে বার বার—
ফিরে চায় করজোড়ে মাগে তব কৃপাকণা
অক্ষম দিনের প্রভু কেবা আছে তুমি বিনা।

আনন্দের সন্ধান

আনন্দের পেয়েছি সন্ধান
কর্ম্ম হ'তে কর্ম্মান্তরে
ফিরি কর্ম্ম সাঙ্গ করে
লেখনী লইয়া হয় বিশ্রামাবসান,
নীচতা লাগে না ভালো
কলহ নিতান্ত কালো
করিতে চাহে না মন কারে অপমান
আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।
একলা থাকিলে প্রাণ
ভয় নহে মুহ্যমান
কাব্য-সহচরী সুখে করে সঙ্গদান,
কল্পনায় গাঁথি কত
ভাষা-পুষ্প মালা শত
ভাবের বন্যায় হৃদি হয় ভাসমান
আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।

ধরিতে কপট বেশ
করিতে কাহারে দ্বেষ
সঙ্কোচে ফিরিয়া আসে জ্ঞানান্বেষী প্রাণ,
সারা বিশ্বে মোর ঘর
কেহ নহে নহে পর
সবারে বাসিতে ভাল হই আগুয়ান
আনন্দের পেয়েছি সন্ধান।

কি আছে আমার

তোমার জগতে প্রভু, কি আছে আমার,
যেখানে যা-কিছু দেখি সকলি তোমার,
তুমিময় ধরামাঝে
তোমারি মহিমারাজে
আমি অতি ক্ষুদ্রতম খেলেনা তোমার,
তোমার জগতে নহি আমিই আমার।
হুনিয়ার খেলাঘরে
তুমিই এনেছ মোরে
স্নেহ প্রেম প্রীতি প্রাণে দিয়েছ অপার
জানায়েছ তুমি বিনা সকলি অসার।
কর্ম্মময় এ জগতে
ভাসায়েছ কর্ম্ম-স্রোতে
শিখায়েছ কর্ম্মে মাত্র আছে অধিকার
তুমিময় ধরণীতে সকলি তোমার।
ধর্ম্ম অধর্ম্মের জ্ঞান
তুমিই করেছ দান

বুঝায়েছ পাপপুণ্যে ভরা এ সংসার
নিত্য ধ্রুব সত্য মাত্র চরণ তোমার।
নির্ম্মম সংসার পথে
আছ সকলের সাথে
দিয়েছ সবারে গুরু কর্ত্তব্যের ভার
তোমার জগতে প্রভু, কি আছে আমার ?
যখনি বিপদে পড়ি
তখনি তোমারে স্মরি
বিপদ বেদনা সহ আমি যে তোমার
তুমি না দেখিলে বল কি গতি আমার।
মায়া মোহে ভরা ধরা
মায়া মুগ্ধ জীব মোরা
অহং জ্ঞানে মত্ত ভাবি সকলি আমার
বিবেক হারায়ে ভুলি অস্তিত্ব তোমার।
তুমি ত করোনা রোষ
ধরনা কোনও দোষ
তোমাময় জ্ঞান পুনঃ দাও আরবার
ঘাত-প্রতিঘাতে শুধু হৃদয়-মাঝার।
তুমি প্রিয়জন দাও
তুমি পুনঃ কেড়ে নাও
ভেঙে চুরে হৃদি তুমি কর চুরমার
তুমিই হৃদয়ে দাও সান্ত্বনা আবার।

তোমার নিখিল বিশ্বে
সুখ দুঃখ অশ্রু হাস্যে
মিলায়ে মানব করে খেলার সংসার
জানি না বুঝি না সৃষ্টি রহস্য তোমার।
কেবল রয়েছে জানা
তোমার করুণা বিনা
এ জগতে এক দণ্ড চলে না আমার
সৃষ্টি স্থিতি লয়কারী মহিমা তোমার।

বিশ্ব-প্রীতি

এসগো তৃষিত এসগো তাপিত
এসগো ব্যথিত হইব ব্যথী,
সাগরের মত অতল গভীর
উদার হৃদয় রেখেছি পাতি।
কেহ ফিরিবে না নিরাশ বিমুখ
বিরাট আমার বক্ষ হ'তে,
সবার হৃদয় হইবে শীতল
আমার প্রাণের স্নিগ্ধ স্রোতে।
কারে কোনোদিন দিব না বেদনা
এই চিরদিন বাসনা মম,
সবার বেদনা মুছায়ে লইব
শান্ত প্রভাত-সমীর সম।
যতদিন র'বে এ দেহে পরাণ
ততদিন চা'ব রহিতে ভালো,
হৃদয় আমার ঘিরে র'বে সদা
সত্য ধর্ম্ম প্রেমের আলো।

সকল মানব মিত্র আমার
শত্রু করিতে চা'ব না কারে,
সবাই আমার, আমার নিকটে
স্নেহপ্রীতি রাশি লভিতে পারে।
জগত আমার আমি সবাকার
এইভাবে রহি পরম সুখে,
জগতের আদি পিতা ভগবান
সদা বিরাজিত আমার বুকে।
তাঁর প্রীতিলাভ করিতে আমার
তাঁর জীবে দয়া করিতে হবে
তাঁর ভালবাসা লভিতে আমার
সাধনা করিতে হইবে ভবে।
বিশ্ব আমার বান্ধব হবে
লইব সবারে আপন ক'রে,
দেবতা আমারে শক্তি দানিবে
চলিব জগতে সাহস ভরে।
স্নেহপ্রীতি-ডোরে বাঁধিব সবারে
সেবা সান্ত্বনা করিব দান,
মহা মানবের মহা মহিমায়
ভ'রে রাখ দেব আমার প্রাণ।

অনন্তের যাত্রী

বন্ধু, আজি বিদায়ের লহ নমস্কার
নিরুদ্দেশ যাত্রা সুরু হয়েছে আমার,
পিছনে ডেকোনা বন্ধু,
দেখায়োনা প্রলোভন আর
সত্ত্বময় জ্ঞানতৃষ্ণা জাগিয়াছে
অন্তরে আমার।
সংসারে পেয়েছি বন্ধু, অনেক জিনিষই
স্নেহ প্রাণ পরিজন রূপ যশ মান ধন
অভাব ত নাহিক কিছুরই,
তথাপি ব্যাকুল প্রাণ, কেন জান কি তা ?
সংসার চিনেছি বন্ধু ! পেয়ে বড় ব্যথা,
অন্তর আজিকে চায় পরিপূর্ণ বেদনায়
ছিন্ন করি সকল শৃঙ্খল
স্থির চিত্তে লভিবারে সত্যপূর্ণ সংযমের বল।

নিভৃত অন্তর মম উদ্ভাসিত আজি বন্ধু,
যে প্রেম প্রভায়
তাহার পরশ লভি কামনা লালসা সবি
পেরেছি ভাবিতে তুচ্ছ লভিয়াছি জয়।
আজ আর নাহি প্রয়োজন
আপনারে নিষ্পেষিয়া করিতে গোপন,
যত কিছু সুখ দুঃখ ব্যথা আপনার
মুক্ত এবে হৃদয়ের দ্বার।
সংসারের সমাজের নিঠুর পীড়নে
নাহি নাহি আর নাহি ভয়,
ওই দূরে পরপার হ'তে মৃত্যু মোরে
দানিছে অভয়।
কোথাকার মর্ম্মতলে অপমান ব্যথা জ্বলে
কে কোথায় অভিমানে গুমরিয়া মরে
কে তাহা দেখিতে চায় বিরাট সংসারে,
কে কোথায় উৎপীড়িত অশ্রুজলে অবিরত—
কে ভাসিছে ? কে যুঝিছে বিবেকের সনে,
কে কিসে আঘাত পায় মর্য্যাদা সম্মানে,
মনুষ্যত্ব কোথা হীন নিয়ত পীড়নে,
বৃহৎ সংসারে বন্ধু, এ সংবাদ কত লোকে জানে ?
মুগ্ধ লোক বাহ্য আড়ম্বরে
বাহ্য ল'য়ে আস্ফালন, অন্তরের খোঁজ নাহি করে।

ভোগ লিপ্সা লয়ে মত্ত গর্ব্বিত নির্ভীক
দর্প ভরে তুচ্ছ করে দুর্ব্বল যে দিক,
পুরুষ পরুষভরে সমাজের বক্ষোপরে
সসম্মানে ব'সে
নারী লয়ে খেলা করে, তাহাদের মাপ সর্ব্বদোষে।
কিন্তু নারী অসহায় দুর্ব্বলা কোথায়
মুহূর্ত্তের ভুলে কিংবা প্রলোভনে হায়,
হয়তো বা উৎপীড়নে কার
কোথায় করিল ত্রুটী, রক্ষা নাহি আর
অমনি তাহার প্রতি ভীষণ ভ্রুকুটীপূর্ণ
রক্তচক্ষু মেলি ধেয়ে এল সমাজের ভীষণ শাসন
অর্পিল কঠোর দণ্ড জানিবারে না চাহি কারণ,
প্রতিকার করিল না, করিল না দুর্ব্বলের দুঃখ নিবারণ
জান বন্ধু। এরি নাম সমাজ-শাসন!
বলো দেখি চারিদিকে চেয়ে একবার
সমাজের ব্যবস্থা কি নহে চমৎকার?
না না বলিও না, শুধু অনুভব করো নিজ মনে
সংগোপনে বসিয়া নির্জ্জনে।
যে কথা অন্তরে জাগে নিত্য প্রতিদিন
মুখে তা বলিলে না কি হয় লোক হীন,
অত্যাচার অপমান নীরবে না স'য়ে
প্রতিকার করো যদি

হয়তো তাহে, স্পর্দ্ধা তব পাইবে প্রকাশ
প্রবলের বজ্রমুষ্টি র'বে নিরবধি—
উদ্যত মস্তকে তব, কাজ কিবা তায়
এমনি নীরবে চলো কোনো কথা নাহি বলো
তবে সব লোকে ভাল বলিবে তোমায়।
অতি দুঃখে কেন হাসি বুঝিতে না পারি
সমাজে গৃহে ও রাজ্যে এমনি ব্যবস্থা চলে
যাই বলিহারী।
মোর বন্ধু. লাগেনাতো ভালো
স্বার্থ দ্বেষ রেষারেষী, আমি চাই আলো—
অপার্থিব সত্য জ্যোতিঃ ভরা
অন্তরের অন্ধকার হরা।
সকলি অসার
এই তুমি এই আমি এই যে সংসার,
সকলি নিয়মে চলে,
একমাত্র ধ্রুবসত্য সেই বিধাতার।
কে-না জানে এই কথা, তবু তবু কেন হিংসা
কেন বৃথা আমার আমার!
জানো বন্ধু, এ সংসারই হয় মধুময়
যদি সবে হয় জ্ঞানী, যদি কেহ কোনো লোকে
ব্যথা নাহি দেয়।
বেদনার মধ্য দিয়া আমি এ সংসারে বন্ধু,

যাহা কিছু অভিজ্ঞতা করেছি সঞ্চয়,
জ্ঞানের তোরণ আর সুখের বেদনারূপে
সেই মোরে ঘিরে রবে—
আমরণ অক্ষয় অব্যয়।
বিদায় বিদায় বন্ধু, আর দেরী নয়
ডাকে ওই মহাসিন্ধু
"অনন্তের যাত্রী এস হয়েছে সময়॥"

হৃদি-স্থিত হৃষিকেশ

হৃদি-স্থিত হৃষিকেশ,
যা' তুমি করাও তাই আমি করি
সব কাজে আমি তোমারেই স্মরি
নত মস্তকে রহি সর্ব্বদা—
পালিতে তব আদেশ,
তুমিই আমারে প্রেরণা দিয়েছ
কবিতা লিখিতে তুমি শিখায়েছ
তোমারি বেণুর ঝঙ্কারে হৃদে—
লভেছি সুরের রেশ।
সে সুর-লহরী ভাসিয়া ভাসিয়া
আমার শ্রবণে পশিয়া পশিয়া
মুগ্ধ হৃদয়ে বিপুল পুলকে
আনিয়াছে মোহাবেশ,

সে মোহ তুমিই লাগায়েছ কাজে
উৎসাহ দিয়া অন্তর মাঝে
জাগায়েছ মোরে ঘুম ঘোর হ'তে
হে আমার হৃষিকেশ !
তব করুণায় যেটুকু শিখেছি
তা'রি সাহায্যে যা' কিছু লিখেছি
তাই আজি মোর পরম বিত্ত
নাহি সন্দেহ লেশ,
কল্পলোকের খুলিয়াছে দ্বার
যা' আছে সেথায় সীমা নাহি তার,
তুমি যদি দাও অভয় আবার
করিতে সেথা প্রবেশ—
তবে রহিবে না আর কোনো ভয়
প্রবেশিয়া সেথা পুনঃ নির্ভয়
তোমারি জ্ঞানের আলোকে হেরিব
তোমারেই হৃষিকেশ !
অজ্ঞানতার অন্ধ কারায়
বন্দী রহিতে হবে না আমায়
মুক্ত প্রাণের দীপ্ত প্রভায়
র'বে না দুঃখ ক্লেশ,
যেথা আমি যাই যাহা কিছু করি
সদা মনে মনে অনুভব করি—

আমার দেবতা রক্ষিছে মোরে
চাহিয়া নির্ণিমেষ,
হে চির আপন হৃদয়নিবাসী
হে আমার হৃষিকেশ।

সমাপ্ত